দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 FEB 1987
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

045

বোর্ডের বইয়ে ভুল

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক বিশেষ রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বোর্ডের প্রাইমারী ক্লাসের বইগুলি ভুলে ভরপুর। প্রাইমারী পর্যায়ের প্রায় সব বইয়ের রচয়িতা তিন হইতে পাঁচজন। গড়ে তাঁহাদের এক-একজনকে তিনটির বেশী রচনা লিখিতে হয় নাই। তদুপরি এইসব বইয়ের সম্পদনা, পরিমার্জনা অথবা সংশোধিত সংস্করণ সম্পাদনার জন্য রহিয়াছেন ডজনের বেশী জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি। প্রতিবেদনটিতে বিভিন্ন বইয়ের অনেকগুলি ভুলের উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে—যাহার মধ্যে আছে তথ্যগত ভুল, বাক্যগঠনে ভুল, ব্যাকরণরীতি প্রয়োগে ভুল, ছবি ভুল, হিসাবে ভুল, ভাব প্রকাশে ভুল ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রাইমারী পর্যায়ের যেসব ছাত্র-ছাত্রী ছাপার অক্ষরে এইসব ভুল পাঠ গ্রহণ করিবে তাহাদের মনোজগতে এগুলি স্থায়ীভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিবে। শিক্ষার শুরুতে এইসব ভুলের মাসুল দিতে হইবে সারাজীবন।

পক্ষান্তরে অভিভাবকদের অনেকের পক্ষেই এইসব ভুল ধরাইয়া দেওয়ার সময় কিংবা সুযোগ থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে পণ্ডিতজনের লেখা বা সম্পাদিত পুস্তকের ভুল নির্দেশ করা অভিভাবকদের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি-কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, অথচ এসব বই-ই বাজারে ছাড়া হইয়াছে। বিনামূল্যে বিতরণ ছাড়াও অনেক ছাত্র-ছাত্রী এইসব বই কিনিয়াও ফেলিয়াছে। এ অবস্থায় বোর্ড কর্তৃপক্ষ কিভাবে সামাল দিবেন? এই ভুলে ভরপুর বইয়ের পিছনে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে যে পরিমাণ অর্থ ঢালিতে হইয়াছে উহাতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে—এই অপচয়ের দায়-দায়িত্ব কাহাকে বহন করিতে হইবে? পাণ্ডুলিপি রচনাকারী, পাণ্ডুলিপি সংশোধনকারী, পুস্তক সম্পাদনকারী নাকি সেই কর্তৃপক্ষ যাঁহারা এই ভুল শিক্ষার আসর জমাইয়াছেন?

আমরা ইতিপূর্বেও বলিয়াছি, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বই বাজারে ছাড়ার আগে খুব ভালো করিয়া প্রতিটি অক্ষর পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি বা ক্ষুদ্রতম তথ্য বিকৃতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের কচি মনে স্থায়ী রেখাপাত ঘটিতে পারে। কিন্তু প্রতিবেদনে উল্লেখিত ভুলত্রুটি দৃষ্টে মনে হয়, কর্তৃপক্ষ কিংবা পুস্তকের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-বর্গ হয় এই বিষয়টিকে অত্যন্ত দায়সারাভাবে গ্রহণ করিয়াছেন; নতুবা তাঁহারা এই সমস্ত ভুলকে ভুল বলিয়া মনে করেন না! এই পরিস্থিতিতে আমরা মনে করি, বোর্ড কর্তৃপক্ষের উচিত অবিলম্বে একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠনের মাধ্যমে বোর্ডের পুস্তকের যাবতীয় ত্রুটি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করা এবং সেগুলি যথাযথভাবে সংশোধনের ব্যবস্থা করা। এই কাজটি অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে করা উচিত যাহাতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের উপরে ভুল শিক্ষার প্রভাব না পড়ে।